তারিখ 26 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

ভিসি প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ শনিবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন — যুগান্তর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩৮ কোটি ৭২ লাখ টাকার বাজেট অনুমোদন

গাজীপুর প্রতিনিধি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ বলেছেন, গত ৩ বছরের প্রচেষ্টার ফলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে, সেশনজট দ্রুত কমে আসছে, কলেজ শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রায় ১৫শ' কোটি টাকার ২টি প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে, হতাশা আর অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠে এখন শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। আমাদের এ অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে পারলে সব অনিশ্চয়তা কেটে যাবে এবং স্বল্প সময়ের ব্যবধানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এদেশে এক নব অধ্যায়ের সূচনা ঘটবে। তিনি শনিবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য ৫৩৮ কোটি ৭২ লাখ ৫৮ হাজার টাকার বাজেট অনুমোদন করা হয়েছে। সিনেট অধিবেশনে অন্যদের মধ্যে সংসদ অধ্যাপক মো. আলী আশরাফ, সংসদ সদস্য মো. আবদুল কুদ্দুস, অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম, প্রফেসর ড. শরীফ এনামুল কবির, শামসুজ্জামান খান, রামেন্দু মজুমদার, অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক, অধ্যাপক ড. এম অহিদুজ্জামান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, অধ্যক্ষ মো. আবদুর রশীদ, অধ্যাপক ড. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন, অধ্যক্ষ প্রফেসর বিনতে হুসাইন নাসরিন বাপু, অধ্যক্ষ মুজাহিদ বিল্লাহ ফারুকী, অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. হুমায়ুন কবির, অধ্যক্ষ প্রফেসর গায়ত্রী চ্যাটার্জি, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এতে মোট ৬২ জন সিনেট সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের শুরুতে দেশের বিশিষ্টজনদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে প্রস্তাব, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৫ সালের জুন ও ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সিনেটের বার্ষিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণী এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মূল বাজেট এবং ৩০ জুন ২০১৫ সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক বিবরণি পেশ ও গৃহীত হয়।

ভিসি জানুয়ারি থেকে জুন ২০১৬ এ সময়ে কলেজ শিক্ষার মান উন্নয়ন, ১ম সমাবর্তন অনুষ্ঠান, কলেজ র‍্যাংকিং, আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, কলেজ অধ্যক্ষদের সঙ্গে অঞ্চলভিত্তিক মতবিনিময় সভা, শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক রচনা, ভার্চুয়াল লেকচারের মাধ্যমে দূরশিক্ষণ, লাইব্রেরি অটোমেশন, নতুন শিক্ষা-বিষয় চালু, সেশনজট নিরসনে ক্রাস প্রোগ্রাম ইত্যাদিসহ মোট ২০টি ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ ও এসবের অগ্রগতি তুলে ধরেন।